জামায়াতের জালে রাজনীতি ফেঁসে গেছে কি?

সোনা কান্তি বড়ুয়া

সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনার গ্রেফতারের খবরে জামায়াত খুব খুশী হয়ে দেশের নানা জায়গায় মিষ্টি বিতরন করেছে। সেনা প্রধান জেনারেল মইন ইউ আহমেদ সহ সশস্ত্র বাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তারা বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে দুর্নীতি দূর করে ভোটের দিন শুরু করবেন। তাই আমাদের মনে হয় আজকের তত্ত্বধায়ক সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিকল্পনা করেছেন। রাজনীতির ফাঁদে একবার পা দিয়ে ব্যারাকে ফিরে যাওয়া সেনাপ্রধানণের জন্য অত সহজ ব্যাপার নয়। কবির কথায় বলতে হয়, “দিনে দিনে বাড়িতেছে দেনা / শোধিতে হ’বে ঋন। ” রাজাকারদের দুর্নীতি বধের পর ভোটের বাঁশি বাজবে কি?

বর্তমান সেনাপ্রধান এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিগত ছত্রিশ বছরের পূঞ্জীভূত জঞ্জাল ও হিমালয় সদৃশ রাজাকারদের তালিকা প্রণয়ন সহ দুর্নীতির পাহাড় দিনের পর দিন পরিস্কার করতে যাচ্ছেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “প্রতীক্ষা করিতে জান শতবর্ষ ধরে / একটি পুস্পের কলি ফোটাবার তরে।” প্রায় তিনযুগ পর বাংলাদেশে এই প্রথম সুযোগ এলো জাতির পিতার স্বীকৃতি এবং মুক্তির যুদ্ধের সত্যিকার ইতিহাস রচনা করার সময়। গত সপ্তাহে ইসলামি জঙ্গীবাদের ছয় শীর্ষ জঙ্গীর ফাঁসির পর এবার মদদদাতা গডফাদারদের বিচারের পালা শুরু হয়েছে। কারণ ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্টের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মৃত্যুর পর বাংলা দেশের এ কি দশা হলো? একটার পর এক ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তার সুরাহা নেই। গত তিনযুগ ধরে নানা অত্যাচারে জর্জরিত বাংলাদেশ। বিগত ২০০5 সালে ১৭ই আগষ্টে আমাদের দেশমাতৃকার বুকে ৬৩টি জেলা জুড়ে একসাথে পাঁচশত বোমা মেরেছিল এবং বাংলাদেশের হবু খলিফা হবার খায়েস হয়েছে জামা’আতুল মুজাহিদীন নামক নারকীয় কীট সদৃশ্য পঙ্গপালদের। কথায় বলে, হাতি ঘোড়া গেল তল, রাজাকারেরা কয় কত জল?

সংখ্যা গরিষ্ঠের ধর্মকে রাজনীতির মধ্যমণি হিসাবে ব্যবহার করেছে জেনারেল জিয়া এবং জে: এরশাদ। উভয়ে ধর্মনিরপেক্ষতাকে সমূলে ধংস করে রাজনীতির সিংহাসন অধিকার করে দিনের পর দিন জোট সরকার উন্মত্ত তান্ডবলীলায় বাংলাদেশের মানবতার অনিষ্ঠ সাধন করে; জনতার দরবারে ধর্মের বিষবৃক্ষ বপন করে, রাজনীতির মস্তক কড়ি দিয়ে কিনে নিয়ে গেল মতিউর রহমান নিযামি এবং বি এন পি এর ম্যডাম সহ নেতানেতৃগণ।

জেনারেল জিয়া এবং জে: এরশাদ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করার নামে নিজেরাই অসংখ্য দুর্নীতি এবং রাজনৈতিক সমস্যা স্থাপন করে গেলেন। এখন

আজকের সেনাপ্রধান মঈন উ. আহমদ কি রাজনৈতিক দল ছাড়া আগামী দিনের রাজনীতি করতে পারবেন? তাই বাংলা গানের ভাষায়, রাজনীতির গলিতে একবার যে আসে, সেই-তো ফাঁসে! বাঘ যেমন নর মাংসের স্বাদ একবার পেলে সহজে আর ছাড়তেই চায় না, ঠিক তেমনি যে কোন সেনাপ্রধান বা ব্যক্তি রাজনীতির সিংহাসনের স্বাদ কোনপ্রকারে একবার পেলে জীবনের বিনিময়েও আর ছাড়তে চায়না রাজনীতির সাধের অনন্ত অতৃপ্ত তৃষ্ণা। বারবার অনেকবার বাংলাদেশ এবং পাকিস্থানের সামরিক শাসকগণ রাজনীতির মঞ্চে এসে প্রেসিডেন্টের ভূমিকায় রাজনীতির অভিনয় করে দেশের কি মঙ্গল করেছে তার সাক্ষী ইতিহাসে বিদ্যমান। ইতিহাস সর্বদা মানবজাতিকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, মানব সন্তানগণ ইতিহাস থেকে কিছুই শেখে না। ভাগ্যের নিমর্ম পরিহাসে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশার কোনো সুরাহা করেনি। স্বাধীনতার নামে রাজাকার সহ পাকিস্থানীরা বাঙালি হত্যা করেছিল সুদীর্ঘ নয়মাস পর্যন্ত। ২০০১ সালে ভোটের পর সংখ্যালঘুদের ঘরে ঘরে মৃত্যুর বিভীষিকা নেমে আসে। দেশের সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসা যেই রাজনীতি বা ধর্ম আমাদের মনুষ্যত্ব কেড়ে নেয়, সেই কলঙ্কময় ধর্ম বা রাজনীতিতে আমাদের কোনো প্রয়োজন আছে কি? রাজনীতির আদর্শের নামে নরহত্যা এবং দুর্নীতি করা মহা অপরাধ। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের জনগণ দুর্নীতিমার্কা রাজনীতির গণজীবনে প্রবেশ নিষেধ কামনা করেন।

লেখক : এস. বড়ুয়া, খ্যাতিমান কথাশিল্পী এবং বিবিধ গ্রন্থপ্রণেতা। barua_s@hotmail.com